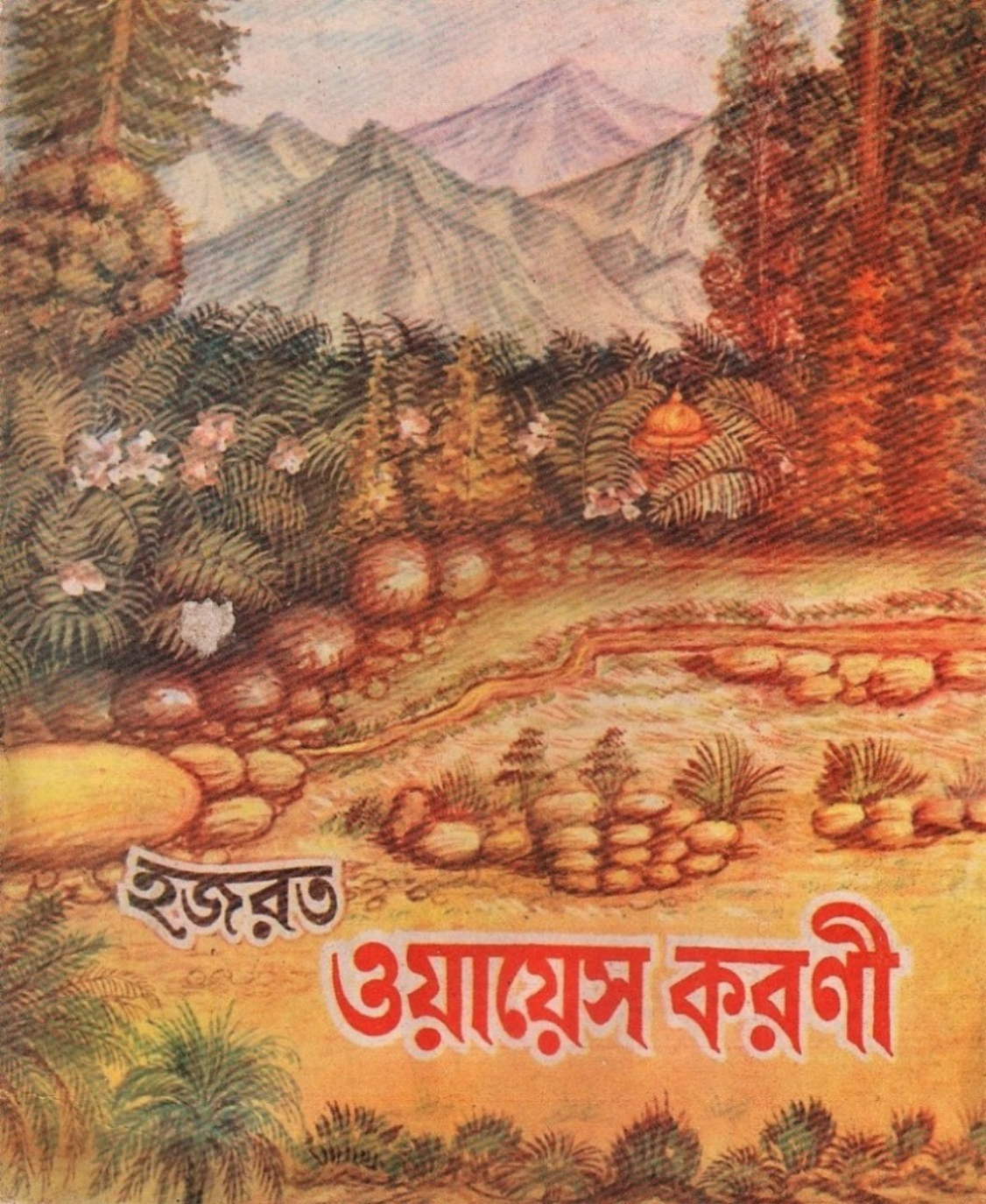
হজরত
ওয়ায়েস করণী

হযরত

ওয়ায়েস করনী

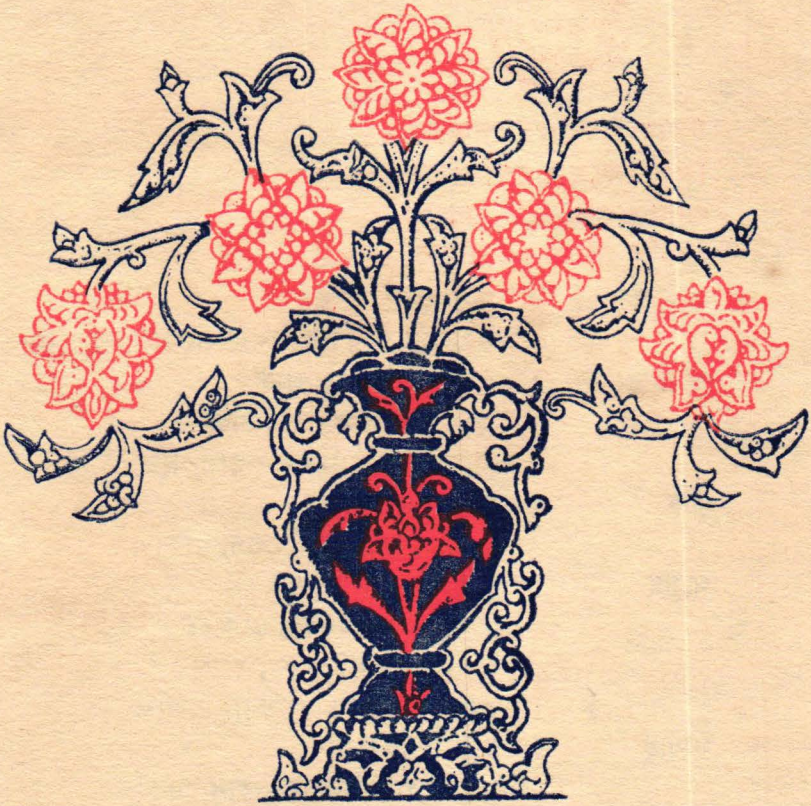

কামরুল ইসলাম খান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২

www.pathagar.com

[বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত। ১৭।১।৮২]

হযরত ওয়ায়েস করণী

কামরুল ইসলাম খান

ইফাবা প্রকাশিত গ্রন্থ—১৯৯
শিশু-কিশোর গ্রন্থ প্রকাশনা—৩৬
প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮০
দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৮২
প্রকাশক : মোসলেম উদ্দিন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২
ছবি অংকন : (প্রচ্ছদ) এম, আর্ট
২৯, শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১
(ভেতরের) বিনয় কুমার সুর
ব্লক : গ্রীন ইরাইজন,
৩, রমাকান্ত নন্দী লেন, ঢাকা-১
মুদ্রণ : (প্রচ্ছদ) নিপুণ,
৩৭, বাংলাবাজার, ঢাকা-১
(ভেতরের) বি, জে, প্রেস
৩/৬, লিয়াকত এভেনু, ঢাকা-১
বাঁধাই : হারুন এন্ড সন্স,
২৯/৪, পাঁচ ভাইঘাট লেন, ঢাকা-১
মুদ্রণ সংখ্যা : ১০,২৫০ কপি
মূল্য : পাঁচ টাকা

HAZRAT WAYES KARANI : Written by Kamrul Islam Khan, Language Bengali (Life Skech of Hazrat Wayes Karani), Published by Moslem uddin Shishu-kishore grantha Prokashana, Islamic Foundation Bangladesh, Dacca. Price Tk. 5·00

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সোনার বাংলার ছোট ছোট ভাই-বোনদের

—কামরুল

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামের মহান সাধকের সাধনা এবং মহানুভবতার কথা ও কাহিনী নিয়ে ইতিমধ্যে ছোটদের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী কিছু বই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শিশু-কিশোর গ্রন্থ প্রকাশনা থেকে প্রকাশ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই সেগুলো শিশু-কিশোরদের মনে বেশ উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

নবীন শিশু-সাহিত্যিক কামরুল ইসলাম খানের লেখা ছোটদের 'ওয়ায়েস করণী' তার মধ্যে একটি। বইটি অল্প দিনের মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবং বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত হওয়ায় বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। বইটির ভাষা সহজ সরল ছোটদের উপযোগী করে লেখা। বইটি আমাদের কাছে ভালো লেগেছে। আশাকরি, শুধু ছোটদের নয় তাদের অভিভাবকদের কাছেও ভালো লাগবে।

বইটিকে যথাসাধ্য ছোটদের কাছে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'ছোটদের ওয়ায়েস করণী' বইটি যাদের জন্যে লেখা—তাদের মনে যদি কিছুটা দাগ কাটে, তাঁর মহৎ শিক্ষায় যদি তারা অনুপ্রাণিত হয়, তা হলেই আমারা আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করবো।

—মোলেম উদ্দিন

www.pathagar.com

ভূমিকা

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) ছিলেন আশেকে রসুল, রসুলুল্লাহ্‌র নামে পাগল। নবীজী সঃ) ব্যথা পেলে সে ব্যথা তাঁর বুকে এসে বাজতো। সে ব্যথা তিনি সমান ভাগ করে নিতেন। ওহোদের যুদ্ধে যখন নবী করিম (সঃ)এর পবিত্র দুটো দাঁত শহীদ হয়েছিলো, তখন সে যন্ত্রণা অনুভব করবার জন্যে তাঁর নিজের দাঁতও ভেংগে ফেলেছিলেন। এমন ভালোবাসা এ দুনিয়ায় দুর্লভ। অথচ আশ্চর্যের কথা, তখনও তাঁর সাথে রসুলুল্লাহ্‌র চাক্ষুস পরিচয় ঘটেনি। কিন্তু অন্তরের চোখ দিয়ে পরস্পরকে তাঁরা দেখতে পেতেন। আল্লাহ্‌ ও তাঁর প্রিয় রসুলকে (সঃ) কিভাবে ভালোবাসতে হবে, হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) দুনিয়ার মুসলমানদের সামনে সেই নযীর রেখে গিয়েছেন। কারণ, রসুলকে (সঃ) বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌কে পাওয়া সম্ভব নয়।

এ ছাড়াও, কি ভাবে মায়ের সেবা করতে হয়, মায়ের আসন যে পুত্রের কাছে সবার উর্ধে, তাও তাঁর জীবনীতে আমরা দেখতে পাই। এমন যে আশেকে রসুল- রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) সংগলাভের জন্যে যিনি উন্মাদ - তিনি বৃদ্ধা মায়ের সেবা ছেড়ে রসুলুল্লাহ্‌র জীবদ্দশায় তাঁর সাথে দেখা করতে যেতে পারেন নি। কারণ, 'মায়ের পায়ের তলায় যে বেহেশ্‌ত।'

লেখক কামরুল ইসলাম খান 'হযরত ওয়ায়েস করণী' বইটিতে ছোটদের সামনে এ কথাগুলোই সহজ সরল ভাষায় সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। আশাকরি, বইটি যাদের জন্যে লেখা, তাদের ভালো লাগবে। তারা উপকৃত হবে।

পরিশেষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে এ ধরনের চরিত্র গঠনোপযোগী বই উপহার দেবার জন্যে মুবারকবাদ জানাই।

—কাজী গোলাম আহমদ

www.pathagar.com

যদি খোদার দয়া চাও
পিতামাতার দোআ নাও।

www.pathagar.com

আজ আমি তোমাদের কাছে এমন একজন বুজুর্গ লোকের কাহিনী বলবো, যিনি ছিলেন আল্লাহ্-পাগল আর নবী প্রেমিক। আল্লাহ্‌র নবীও (সঃ) তা জানতেন।

একদিন সাহাবাদের

www.pathagar.com

সাথে কথা বলবার সময় নবী করীম (সঃ) বললেন—'আমার উম্মতের মধ্যে এমন একজন লোক আছেন, যাঁর সুপারিশে আল্লাহ্‌পাক বনি মোযার আর বনি রবীয়দের যতো বকরী আছে, তাদের গায়ে যতো পশম আছে, ততগুলো গোনাহ্‌গার বান্দাকে মাফ করে বেহেশ্‌তে স্থান দেবেন।'

সাহাবাগণ জিগ্যেস করলেন—'হে আল্লাহ্‌র রসুল! কে সেই ভাগ্যবান উম্মত ?'

ঃ তাঁর নাম ওয়ায়েস করণী।

ঃ কই, আমরা তো এ নামের কাউকে কোনোদিন আপনার কাছে আসতে দেখিনি ! আপনি তাঁকে চেনেন ?'

নবীজী বললেন—'চিনি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।'

সাহাবাগণ তো শুনে তাজ্জব! তাঁরা তাঁর পরিচয় জানবার এবং তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু নবীজী (সঃ) বেঁচে থাকতে কেউ তাঁর পরিচয় জানতে পারেননি। দেখাও পাননি।

কে এই ওয়ায়েস করণী ? তোমাদের জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, তাই না ? তাহলে শোনো তাঁর পরিচয়।

www.pathagar.com

হজরত ওয়ায়েস করণী

তিনি ছিলেন আরবের একজন নাম করা মুসলিম সাধক।

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) শুধু আল্লাহ্‌র পিয়ারা বান্দাই ছিলেন না, নবীর (সঃ) মুহব্বতের পাগলও ছিলেন। কি রকম পাগল, জানো? ওহোদের লড়াইয়ে যখন নবীজীর দুটি দাঁত শহীদ হলো, তখন কয়েক শত মাইল দূরে থেকেও তিনি তা জানতে পারলেন। এতে তাঁর মনে বড়ই কষ্ট হলো। তিনি ভাবলেন, নবীজীর (সঃ) দাঁত শহীদ হয়েছে আর তিনি মুখে দাঁত রাখবেন ?

সংগে সংগে তিনি পাথর মেরে নিজের দুটি দাঁত ভেংগে ফেললেন।

কিন্তু শান্তি পেলেন না। তিনি আবার ভাবলেন, রসুলুল্লাহ্‌র যে দুটি দাঁত ভেংগেছে, তা যদি এই দাঁত না হয়ে অন্য দাঁত হয় ? সুতরাং মুখের অন্য দুটি দাঁত ভেংগে ফেললেন।

তবু সন্দেহ যায় না। আবার মনে হয়, নবী করিম (সঃ)এর হয়তো এই দুটিও নয়, অন্য দাঁত ভেংগেছে! তিনি তাই নিজের মুখের অন্য দুটি দাঁত ভেংগে ফেললেন।

এমনি করে ভাংতে ভাংতে হযরত ওয়ায়েস করণীর (রঃ) মুখে একটি দাঁতও রইলো না।

www.pathagar.com

এ রকম নবী-প্রেমিক সারা দুনিয়া খুঁজলেও আর পাওয়া যাবে না। এখানে তোমরা ভাবতে পারো, যাঁর সাথে কোনো দিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, তাঁর জন্যে কেমন করে এত মুহব্বত হতে পারে?

দেখা-সাক্ষাৎ দু'রকমের। এক—চামড়ার চোখে দেখা। দুই—অন্তরের চোখে দেখা।

চামড়ার চোখে কত দূর দেখা যায়? যত দূর দৃষ্টি যায়। কিন্তু অন্তরের বা মনের চোখ দিয়ে সারা দুনিয়া দেখা যায়। কোথায় কি হচ্ছে, সব জানা যায়। এ চোখ সবার থাকে না। হযরত ওয়ায়েস করণীর (রঃ) ছিলো সেই চোখ। তাই দিয়েই নবীজীর (সঃ) সাথে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হতো।

এবার তাঁর জীবন কথা বলি, শোনো।

ইয়েমেনের কুফা নগরের কাছে ছিলো করণ নামে এক গ্রাম। সেই গ্রামে হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ওয়ায়েস, কিন্তু গ্রামের নাম অনুযায়ী তিনি 'করণী' নামে পরিচিত।

তাঁর পিতার নাম ছিলো আবদুল্লাহ। পিতা কাপড়ের ব্যবসা করতেন।

www.pathagar.com

হজরত ওয়ায়েস করণী

হযরত ওয়ায়েস করণীর (রঃ) যখন বয়স নয় বছর, তখন তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তিনি পিতার কাছে লেখাপড়া শিখতেন। পিতার ইন্তেকালের পর তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে বিধবা মাকে দেখবার কেউ নেই। মায়ের কষ্ট দেখে তিনি পিতার কাপড়ের দোকানে বসতে শুরু করলেন।

তারপর—তিনি সারাদিন দোকানে বেচাকেনা করেন, আর ফাঁক পেলে নিজে নিজেই লেখাপড়া করেন।

এভাবে তাঁদের দিন এক রকম কেটে যেতে থাকে।

কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বোঝা কঠিন। একদিন রাতে তাঁর কাপড়ের দোকানে যা কিছু ছিলো, সব চুরি হয়ে গেলো।

তাঁর মা চোখে অন্ধকার দেখলেন। কি হবে এবার? কি করে দিন চলবে তাঁদের?

বালক ওয়ায়েস মাকে অভয় দেন। বলেন—'আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।'

ছোটকাল থেকেই আল্লাহ আর রসুলের (সঃ) ওপর ছিলো তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

অনেক চেষ্টার পর বালক ওয়ায়েস এক ধনী প্রতিবেশীর ভেড়া চরানোর কাজ পেলেন। তারপর থেকে তিনি রোজ

www.pathagar.com

ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে যান। হুয়রান হলে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসেন। আসমানের দিকে চেয়ে কত কি ভাবেন!

একদিন বালক ওয়ায়েস ভেড়ার পাল মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে কাছের এক জংগলে গিয়ে ঢুকলেন।

গভীর জংগল। যেতে যেতে হঠাৎ দেখতে পেলেন, এক দরবেশ সেখানে ধ্যানে মগ্ন। তিনি দরবেশের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরবেশের ধ্যান ভেংগে গেলো।

দরবেশ বালক ওয়ায়েসকে জিগ্যেস করলেন—'বাবা, তুমি কে? কি চাও?'

বালক ওয়ায়েস নিজের পরিচয় দিলেন। দরবেশের দয়া হলো। তাঁকে কাছে বসিয়ে অনেক কথা বললেন। উপদেশ দিলেন। বললেন—'সময় পেলে আমার এখানে এসো। কিন্তু কাউকে সাথে নিয়ে আসবে না, আর আমার কথা কারো কাছে বলবে না।'

তারপর থেকে রোজ বালক ওয়ায়েস সেই দরবেশের আস্তানায় যাওয়া আসা করেন। দরবেশ যা উপদেশ দেন মন দিয়ে শোনেন। সেখানে যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ তাঁর দুনিয়ার কোনো কথাই মনে থাকে না। দরবেশ যখন মনে

www.pathagar.com

করিয়ে দেন, যাও, এবার তোমার মালিকের ভেড়ার পাল দেখাশোনা করো, তখন চলে আসেন।

এদিকে হয়েছে কি, রাখাল ছাড়া ভেড়ার পাল যেখানে খুশী চড়ে বেড়াতো। ফলে, রোজই দেখা যেতো দু'একটা ভেড়া হারিয়ে গেছে।

এমন করে ভেড়ার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে যেতে লাগলো। এতে মালিক রেগে গেলেন। শেষে একদিন মালিক তাঁকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন।

এতে কিন্তু বালক ওয়ায়েস একটুও দুঃখ পেলেন না। বরং আরো খুশী হলেন। ভাবলেন, ভালোই হলো। এখন থেকে বনের ফলমূল খাবেন আর দরবেশের কাছে বসে সারাক্ষণ তাঁর কথা শুনবেন।

বালক ওয়ায়েস যখন তরুণ যুবক, তখন গাঁয়ের বাড়িটা বিক্রী করে মাকে নিয়ে দূরে জংগলে চলে গেলেন। সেখানে একটা ছোট্ট ঘর বানিয়ে দুজনে নির্জনে বসবাস শুরু করলেন। দুধের জন্যে তিনি একটা উট কিনলেন। উটের দুধ আর জংগলের ফলমূল খেয়ে তাঁদের দুজনের দিন কোনো রকমে কেটে যেতে লাগলো।

www.pathagar.com

এর পর থেকে তিনি লোকালয়ে আর বের হতেন না। এবাদত বন্দেগী আর মায়ের খেদমত, এই নিয়েই তাঁর দিন

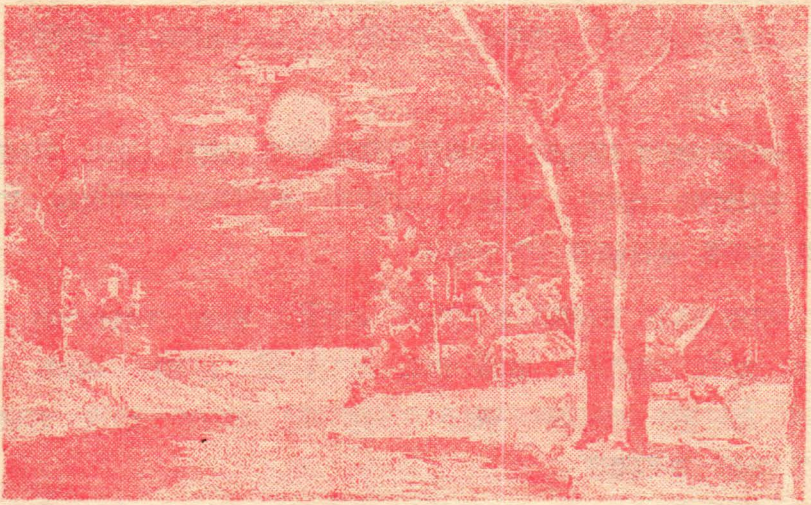

জংগলে একটি ছোট্ট ঘর বানিয়ে মাকে নিয়ে বসবাস শুরু করলেন।

কাটতো। বাইরের কারো সংগে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হতো না। শুধু জংগলের কাছে যারা যেতো, তারা মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে পেতো।

www.pathagar.com

এ সময়ে সবাই তাঁকে পাগল ভাবতো। কখনো বা তিনি হাসেন, কখনো কাঁদেন। কখনো ভাবেন। কখনো উট ভেড়া চড়ান। পরনে ছেঁড়া, তালি-দেওয়া জামা-কাপড়। লোকে এ রকম লোককে পাগল ছাড়া আর কি ভাববে, বলো?

মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁকে নানা জায়গায় দেখা যেতো। কিন্তু তাকে কেউ আমল দিতো না। তবে যখন তাঁর কোনো কেরামত দেখতো, তখন তাঁকে ধরবার জন্যে তারা চেষ্টা করতো। কিন্তু তার আগেই তিনি সেখান থেকে সরে পড়তেন। অবশ্য কেরামত তিনি যখন তখন দেখাতেন না। কেউ বিপদে পড়লে তাকে রক্ষা করবার জন্যেই দেখাতেন।

এ রকম দু'একটা ঘটনা জানবার জন্যে নিশ্চয়ই তোমাদের ইচ্ছা হচ্ছে, তাই না? তাহলে বলছি, শোনো।

একদিন কয়েকজন সওদাগর খাবার জিনিসপত্র বোঝাই নৌকো নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে মিশর থেকে মদীনায় যাচ্ছিলো। ঐ নৌকোয় ছেঁড়া কম্বল গায়ে জড়ানো এক পাগলও ছিলো।

যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন রসুলুল্লাহ্‌র সাহাবী। তাঁর নাম হযরত হাবীব ইবনে সোহাইল। তিনিই ঘটনাটা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'আমরা কেউই তাঁকে চিনতাম না।

www.pathagar.com

নৌকো যখন সাগরের মাঝখানে, তখন আসমান কালো করে জমে উঠলো মেঘ। তার পরেই দেখতে দেখতে ঝড়। নৌকো ডুবে যায় আর কি!

ঝড় ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। আমরা সবাই আল্লাহ্‌কে ডাকতে লাগলাম। জান-মাল দুই-ই যায়। বাঁচার কোনো উপায় নেই।

এমন অবস্থায় হঠাৎ পাগলটা নৌকো থেকে পানিতে নেমে পড়লো। আমরা তো অবাক! পাগলটা দিব্যি পানির ওপর দাঁড়িয়ে। তারপর দেখি, সে জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়া শুরু করলো। জায়নামাযটি পানির ঢেউয়ে ওঠানামা করছে, আর সে একমনে নামায পড়ছে।

নামায শেষ হলে সে আমাদের দিকে তাকালো। বুঝতে পারলাম, পাগল সামান্য লোক নয়, আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ। সবাই তখন চীৎকার করে বললাম—'হুযুর, আমাদের জন্যে দোআ করুন।'

তিনি বললেন—'তোমরা তোমাদের মাল আর দুনিয়ার মায়া ছেড়ে দিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে নৌকো থেকে নেমে আমার কাছে চলে এসো।'

www.pathagar.com

আমরা বললাম—'হুযুর' পানির ওপর দিয়ে কি করে যাবো ?'

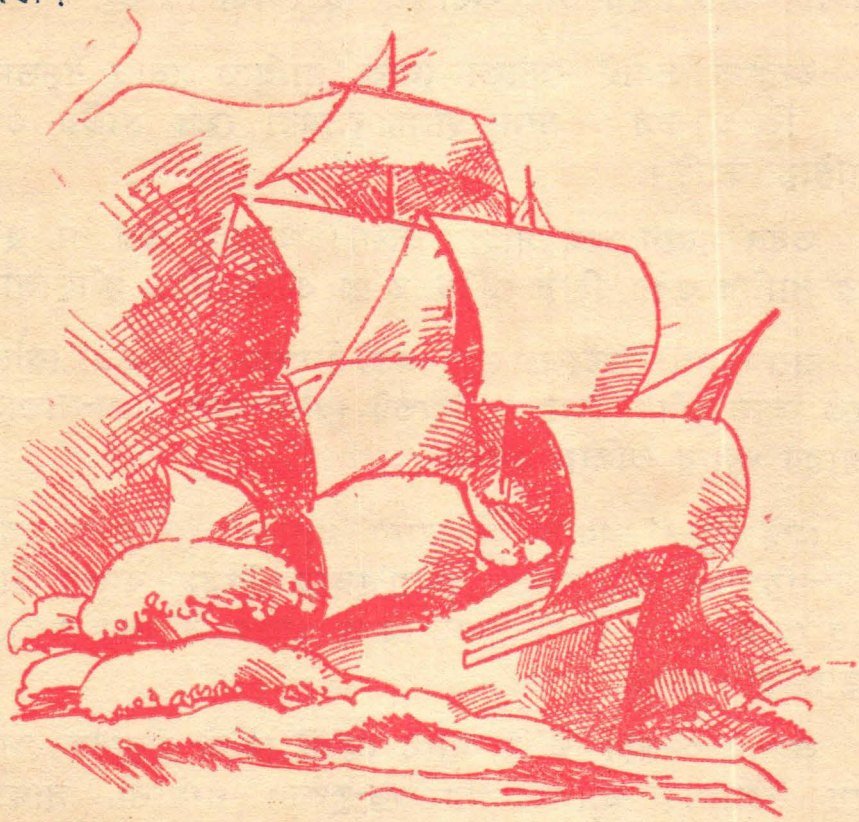

তিনি রেগে গেলেন। বললেন—'দেরী করো না। জলদি নেমে এসো।'

www.pathagar.com

আমরা সবাই তখন ভাবলাম, এমনিতেও মরবো, অমনিতেও মরবো। তার চেয়ে তার কথা মেনেই দেখি, কি হয়।

তারপর সবাই নৌকো থেকে পানিতে নেমে পড়লাম। কিন্তু কি আশ্চর্য ! মনে হলো, আমরা যেন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি !

তখন সবার মনে সাহস এলো। আমরা এক পা, দু'পা করে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সংগে সংগে ঘটলো আর এক ব্যাপার। আমরা নৌকো থেকে নেমে তাঁর কাছে পৌঁছতেই নৌকোখানা মাল-মাত্তাসহ সাগরের তলায় তলিয়ে গেলো।

সেই বুজুর্গ এবার আমাদের বললেন—'তোমরা সবাই টাকা-পয়সা ও জানমালের আশা ছেড়ে দিয়েছ বলেই জানে বেঁচে গেলে। যদি লোভ সামলাতে না পেরে নৌকোয় থাকতে, তাহলে ডুবে মারা যেতে।'

এরপর আমরা তাঁর সাথে হেঁটে হেঁটে সমুদ্রের পারে গিয়ে উঠলাম। খানিক পর ঝড়-তুফান থামলো, সাগরও শান্ত হলো।

www.pathagar.com

আমরা তখন সেই বুজুর্গকে বললাম—'হুযুর, দয়া করে যদি আপনার পরিচয়টা দেন, তাহলে আমরা খুশী হই।'

তিনি বললেন—'আমার নাম ওয়ায়েস করণী। বাড়ী ইয়েমেন প্রদেশের করণ গ্রামে।'

আমরা বললাম—'হুযুর, মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে খবর পেয়ে গরীবদের জন্যে খাদ্যশস্য নিয়ে মিশর থেকে সেখানে যাচ্ছিলাম। নৌকোসহ সব জিনিস ডুবে গেলো। আমরা এখন মদীনায় গিয়ে গরীবদের কি দেবো ?'

বুজুর্গ বললেন—'নৌকোর মালপত্র ও খাবার জিনিসগুলো যদি তোমরা ফিরে পাও, তাহলে সত্যিই কি মদীনায় গিয়ে সেগুলো গরীবদের দেবে ?'

বললাম—হুযুর, গরীবদের সাহায্য করবার জন্যই তো মিশর থেকে আসছি।'

বুজুর্গ তক্ষুনি দু'রাকাত নামায পড়ে মুনাযাত করে বললেন—'ঐ দেখ, তোমাদের নৌকোখানা খাদ্যশস্য সমেত সমুদ্রের তীরে ভেসে রয়েছে। যাও, নৌকো নিয়ে জলদি মদীনায় চলে যাও।'

ডুবে যাওয়া নৌকো মালপত্রসহ ভেসে উঠেছে শুনে সবাই

www.pathagar.com

তাজ্জব বনে গেলাম ! তাকিয়ে দেখি, সত্যিই মালভর্তি নৌকোখানা সমুদ্রের তীরে ভেসে রয়েছে। আমরা এবার পেছন

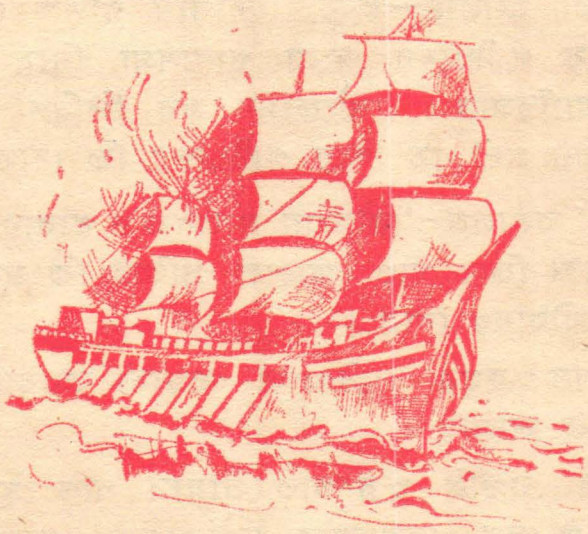

ফিরে তাকালাম। কিন্তু সেই বুজুর্গ ওয়ায়েস করণী (রঃ) আর নেই। চোখের পলকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

আর একটি ঘটনা।

তখন সারাদেশে হযরত ওয়ায়েস করণীর (রঃ) বুজুর্গীর কথা ছড়িয়ে পড়েছে। নানা যায়গা থেকে দলে দলে লোকজন আসে তাঁর সংগে দেখা করতে। লোকজনের ভীড়ে তাঁর ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। এজন্যে তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে নিরিবিলি একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে ইবাদতে মগ্ন হলেন।

একদিন ভিনদেশী সাতজন লোক তাঁর সাথে দেখা করবার জন্যে ইয়েমেনে এলেন। কিন্তু সহজে তাঁর খোঁজ মেলে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। তারা সেই নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে দেখেন, তিনি আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন।

এ অবস্থায় তাঁর সাথে কথা বলতে গেলে যদি তাঁর ধ্যান ভেংগে যায়, এই ভয়ে তারাও তখন তাঁর পাশে বসে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

আল্লাহ্‌র কি কুদরত! বিদেশী সাতজনের চেহারা হঠাৎ বদলে হযরত ওয়ায়েস করণীর (রঃ) চেহারার মতো হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

প্রথমে তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু যখন তাঁর সাথে আলাপ শেষ করে বিদায় নিলেন, তখন তারা বুঝতে পারলেন, তাদের সাতজনের আসল চেহারা বদলে তাঁর রূপ ধারণ করেছে। এ সময় তাদেরকে যে দেখতো, সে-ই তাঁদের ওয়ায়েস করণী ভেবে পিছু নিতো।

এরপর তারা দেশের নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। তাদের প্রত্যেককেই লোকে হযরত ওয়ায়েস করণী বলে মনে করতো। তখন থেকে আসল ওয়ায়েস করণী কে, খুঁজে বের করা বা জানা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

জানা যায়, হযরত ওয়ায়েস করণীর (রঃ) মৃত্যুর সময় দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে-পরা সেই ভিনদেশী সাতজন দরবেশেরও মৃত্যু হয়। আর তাদের প্রত্যেককেই লোকে হযরত ওয়ায়েস করণী মনে করে দাফন করে। সেজন্যে প্রকৃত ওয়ায়েস করণী মাযার কোন্ দেশে, কোন্ জায়গায়, তা কেউ সঠিক বলতে পারে না।

* * *

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) একবার তাঁর দেখা পেয়েছিললেন। কি ভাবে, বলছি শোনো।

www.pathagar.com

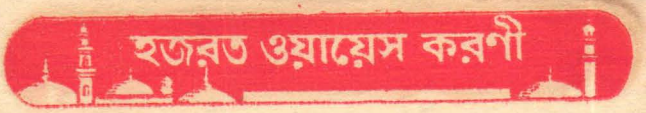

হজরত ওয়ায়েস করণী

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)এর ইন্তেকালের বহু দিন পরে, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) একদিন কুফা নগরীতে এলেন। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) কুফার মসজিদে খোতবা পাঠ করবার সময় উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্ করে বললেন—'হে কুফা নগরীর অধিবাসীরা ! আপনাদের কেউ কি ওয়ায়েস করণীকে চেনেন ?'

মুসল্লীদের মধ্য হতে কয়েকজন জবাবে বললেন—'জী না,। আমরা ওয়ায়েস করণী নামে কাউকে চিনি না।'

খলীফা আবার বললেন—'আপনাদের মধ্যে করণের বাসিন্দা কেউ থাকলে দয়া করে উঠে দাঁড়ান।'

একজন উঠে দাঁড়ালো। খলীফা তাকে জিগ্যেস করলেন—'আপনি কি ওয়ায়েস করণীকে চেনেন ?'

লোকটি বললো—'হুযুর, ওয়ায়েস করণী নামে যে লোকটিকে আমি চিনি, সে তো একজন পাগল ! সে জংগলে থাকে। জংগলের ভেতর উট চরিয়ে বেড়ায়। আযব মানুষ। লোকে যখন হাসে, তখন সে কাঁদে ; আর লোকে যখন কাঁদে, তখন সে হাসে।'

www.pathagar.com

একথা শুনে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) লোকটাকে সংগে নিয়ে তাঁকে তালাশ করবার জন্যে বের হলেন।

বহু খোঁজাখুঁজির পর তাঁরা হযরত ওয়ায়েস করণীর সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁরা দেখলেন, একজন লোক একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। পাগলের মত তাঁর চেহারা। হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) সেই গাছের কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) নামায শেষ করে দু'জনের দিকে ফিরে তাকালেন। হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) প্রথমে ওয়ায়েস করণীকে (রঃ) সালাম দিলেন। তিনিও তাঁদের সালামের জবাব দিলেন।

তারপর হযরত উমর ফারুক (রাঃ) হযরত ওয়ায়েস করণীকে (রঃ) জিগ্যেস করলেন—'আপনি কে? মেহেরবানী করে আপনার পরিচয় আমাদের কাছে প্রকাশ করুন।'

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) বললেন—'আমি আবদুল্লাহ।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বললেন—'আমরা সবাই তো'

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দা। আপনার বাবা-মার দেওয়া নামটি আমরা জানতে চাই।'

তিনি বললেন—'আমার বাবা-মা আমার নাম রেখেছিলেন ওয়ায়েস ; কিন্তু লোকে আমাকে ওয়ায়েস করণী বলে ডাকে।'

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বললেন—'হুযুর, আপনার ডান হাতখানা দয়া করে আমাদের দেখাবেন কি ?'

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) তাঁর ডান হাতটি এগিয়ে দিলেন। তাঁরা দুজনেই তাঁর ডান হাতের তালুতে দিরহাম আকারের একটি সাদা দাগ দেখতে পেলেন। তখন তাঁরা দুজনেই হযরত ওয়ায়েস করণীর (রঃ) হাতখানা ধরে চুমো খেলেন।

তারপর নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁরা বললেন—

'পিয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের আগে তাঁর এক প্রিয় উম্মতের আকৃতি প্রকৃতির কথা আমাদের কাছে বলে গেছেন। আমরা আপনার আকৃতি প্রকৃতি, হাতের তালুতে নিশানী দেখে বুঝতে পারলাম, নবী করীম (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে যে বুজুর্গের কথা বলেছিলেন, আপনিই সেই

www.pathagar.com

বুজুর্গ ব্যক্তি। আপনিই সেই ওয়ায়েস করণী। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং তাঁর পবিত্র দেহের জুব্বা আপনাকে দেবার জন্য আদেশ করে গেছেন। আর বলে গেছেন, আপনি যেন তাঁর উম্মতের জন্যে দোআ করেন।'

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) বললেন—'দোআ করার জন্যে তো আপনারাই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। কারণ, আপনারা আল্লাহ ও রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) প্রিয়পাত্র।'

হযরত উমর (রাঃ) বললেন—'আমরা তো রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) উম্মতের জন্যে দোআ করেই থাকি। তবুও আপনি রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) অনুরোধ রক্ষা করুন।'

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) বললেন—'হে উমর! আপনি হয়তো ভুল করছেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) হয়তো অন্য কোনো ওয়ায়েসের কথা বলেছেন। কারণ, তাঁর সাথে আমার কোনো দিনও দেখা হয়নি। এমনকি, তাঁর পবিত্র দেহের আচকানের (জুব্বা) মর্যাদা রক্ষা করবার যোগ্যতাও আমার নেই।'

হযরত উমর (রাঃ) বললেন—'না, হুযুর। আমি একটুও ভুল

www.pathagar.com

করি নি। রসুলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যেসব নিদর্শনের কথা বলেছেন, তার প্রত্যেকটি আমি আপনার মধ্যে দেখতে পেয়েছি। সুতরাং আমার মনে এতটুকুও সন্দেহ নেই যে, আপনাকেই হুযরত (সঃ) তাঁর পবিত্র দেহের জুব্বা দান করতে বলে গেছেন।'

তখন হুযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) বললেন-'বেশ, তা হলে হুযরতের (সঃ) পবিত্র দেহের জুব্বা আমাকে দিন। আমি এই পবিত্র জুব্বা পরে তাঁর উম্মতের জন্যে দোআ করি।'

হুযরত উমর (রাঃ) এবার ওয়ায়েস করণীর (রঃ) হাতে পবিত্র জুব্বা তুলে দিলেন। তিনি জুব্বাটি নিয়ে সামান্য একটু দূরে গিয়ে সিজদায় পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নার সুরে প্রার্থনা করতে লাগলেন—

'হে করুণাময়! হে পরওয়ারদিগার! আপনার প্রিয় দোস্ত রসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পবিত্র দেহের জুব্বা আমাকে দান করে গেছেন। কিন্তু যতোক্ষণ আপনি রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) সব উম্মতের গোনাহ মাফ না করবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত এই জুব্বা

www.pathagar.com

আমি গায়ে পরবো না ; কারণ, তিনি তাঁর উম্মতকে আমার জিম্মায় রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। রসুলুল্লাহ্ (সঃ), হযরত উমর ও হযরত আলী সবাই নিজের কাজ শেষ করেছেন। এখন শুধু আমার কাজ বাকী রয়েছে। আমার আরয কবুল করো।'

তখনই গায়েবী আওয়ায হলো—'ওয়ায়েস, তুমি সিযদা থেকে মাথা ওঠাও। আমি তোমার প্রার্থনা কবুল করবার জন্যে কিছু উম্মতের গোনাহ মাফ করলাম।'

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) আবার আরয জানালেন—'অ্যায় পরওয়ারদিগার! আমি তোমার কাছে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সকল উম্মতের গোনাহ মাফ করে দেবার জন্যে আরয জানাচ্ছি—সামান্য কিছু উম্মতের নয়।'

আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে আবার গায়েবী আওয়ায এলো—'ওয়ায়েস করণী, তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী আমি আমার পিয়ারা হাবীবের উম্মতের চার ভাগের এক ভাগের গোনাহ মাফ করলাম।

www.pathagar.com

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) তাতেও রাযী হলেন না। তিনি সিযদা থেকে মাথা না উঠিয়ে আবার আরয করলেন—'হে রসুলের ইজ্জত! তাঁর সব উম্মতের গোনাহ মাফ না করলে আমি রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) পবিত্র জুব্বা কিছুতেই গায়ে পরবো না—পরবো না। সিযদা থেকে মাথাও তুলবো না।'

আল্লাহ্‌তাআলা আবার তাঁকে জানালেন—'ওয়ায়েস করণী, তুমি সিযদা থেকে মাথা ওঠাও এবং আমার পিয়ারা হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার পবিত্র জুব্বা পরিধান করো। আমি শুধু তোমার প্রার্থনার জন্যে আমার দোস্ত রসুলুল্লাহ্‌র পাপী উম্মতদের অর্ধেককে মাফ করলাম।'

মাহবুবে রব্বানী, আশেকে রসুল হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) ও রহমানুর রহীমের মধ্যে যখন এমনি কথা হচ্ছিলো, তখন আমীরুল মোমেনীন হযরত উমর ফারুক (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) তাঁর কাছে গিয়ে হাযির হলেন।

তাঁদের দুজনের উপস্থিতিতে হযরত ওয়ায়েস করণীর (রাঃ) ধ্যান ভেংগে গেলো। আশেক ও মাশুকের গোপন সূত্র ছিন্ন হওয়ায় তিনি সিযদা থেকে মাথা উঠিয়ে খুব দুঃখের

www.pathagar.com

সাথে বললেন—'কেনো আপনারা এ সময় আমার সামনে এলেন ? আপনারা যদি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন, তা হলে আমি হুযুরের (সঃ) সব উম্মতকে মাফ না করা পর্যন্ত সিযদা থেকে মাথা উঠাতাম না, পবিত্র জুব্বাটিও পরতাম না। আপনারা আমার সামনে এসে সব নষ্ট করে দিলেন।'

তারপর হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) পবিত্র জুব্বা পরে আবার দুহাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা জানালেন—'অ্যায় পরওয়ারদিগার। হে পরম দয়াময় আল্লাহ্‌! তুমি তোমার পিয়ারা হাবিবের এই পবিত্র জুব্বার বরকতে বনী রবীয় ও বনি মোযারদের মেষপালের পশমের সমান সংখ্যক উম্মতে মুহাম্মদীর গোনাহ মাফ করে দাও।'

মুনাজাতের পর তিনি হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আলীর (রাঃ) দিকে তাকিয়ে বললেন—'মেহেরবানী করে আল্লাহ্‌তাআলা আমার শেষ প্রার্থনাও কবুল করে নিয়েছেন। বনি রবীয় ও বনি মোযারদের মেষপালের সমস্ত মেষের পশমের সমান সংখ্যক উম্মতে মুহাম্মদীর গোনাহ মাফ করে দিতে রাযী হয়েছেন।'

www.pathagar.com

এরপর হযরত আলী (রাঃ) হযরত ওয়ায়েস করণীকে (রঃ) বললেন—'হুযুর, আপনি রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এর সাথে একদিনও দেখা করলেন না কেনো? অথচ তাঁর সাথে আপনার এত মুহব্বত!'

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) হযরত আলীর (রাঃ) প্রশ্নের জবাবে বললেন—'আপনারা কি নবীজীকে নিজের চোখে কোনো দিন দেখেছেন?'

হযরত আলী (রাঃ) বললেন—'আমরা তো সব সময় নবীজীর সাথে ওঠাবসা করতাম। তাঁকে দেখবো না, মানে?'

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) জিগ্যেস করলেন—'আচ্ছা, বলুন তো, তাঁর চোখের ভুরু দুটি সম্পূর্ণ জোড়া, না আলাদা ছিলো?'

তখন তাঁরা দুজনেই তাঁর প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারলেন না। বললেন—'আমরা তো কোনো দিন হুযুরের মুবারক বদনের দিকে ততটা লক্ষ্য করিনি!'

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) তখন বললেন—'আপনারা রসুলুল্লাহ্র (সঃ) প্রিয় ছিলেন, তাই না?'

www.pathagar.com

ঃ জ্বী।

ঃ ওহোদের লড়াইয়ে হুযুরের (সঃ) দুটি দান্দান মুবারক যখন শহীদ হলো, তখন আপনারাও কি আপনাদের দাঁত দুটি আমার মত ভেংগে ফেলেছিলেন?

এই বলে তিনি নিজের মুখের ভাংগা দাঁতগুলো দেখলেন।

হযরত উমর (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) এ কথায় খুবই লজ্জা পেলেন এবং তাঁর মুহব্বতের সাথে নিজেদের তুলনা করে কেঁদে ফেললেন। বুঝতে পারলেন, কেনো রসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁর নিজের জুব্বা ওয়ায়েস করণীকে দিয়ে গেছেন।

হযরত উমর (রাঃ) এবার ওয়ায়েস করণীকে (রঃ) তাঁর জন্যে দোআ করতে বললেন।

তিনি বললেন—'আমি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পরেই এই বলে দোআ করে থাকি,—হে পরম করুণাময় আল্লাহ! সমস্ত মোমেন ও মোমেনাদের গোনাহ তুমি মাফ করে দাও। আপনি যদি খাঁটি ঈমান নিয়ে কবরে যেতে পারেন, তাহলে আমার এই দোআই যথেষ্ট। কারণ, এই দোআ-ই আপনাকে খুঁজে বের করবে।'

www.pathagar.com

হযরত উমর (রাঃ) ওয়ায়েস করণীর (রঃ) কাছে আরো কিছু নসিহত শুনতে চাইলেন। তিনি বললেন—'আপনি কি সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্‌কে চেনেন? যদি তাঁকে ছাড়া অন্য আর কাউকে না চেনেন, তা হলে আল্লাহ্‌তাআলাকে চেনাই আপনার জন্যে সব চেয়ে ভালো।'

তারপর হযরত উমর (রাঃ)কে জিগ্যেস করলেন—'আল্লাহ কি আপনার সম্বন্ধে জানেন?'

হযরত উমর (রাঃ) বললেন—'তিনি আলেম-উল গায়েব। নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে সব কিছু জানেন।'

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) বললেন—'তিনি ছাড়া আর কেউ যদি আপনাকে না জানে, না চেনে, তা হলে সেটাই আপনার জন্যে ভালো।'

তারপর হযরত উমর (রাঃ) হযরত ওয়ায়েস করণীকে কিছু নযরানা দিতে চাইলেন। জবাবে তিনি নিজের পকেট থেকে দুটো দিরহাম বের করে বললেন—

'উট চরিয়ে এই দিরহাম দুটো পেয়েছিলাম। আপনি কি আমাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, এগুলো খরচ না

www.pathagar.com

করা পর্যন্ত আমি দুনিয়ায় বেঁচে থাকবো ? যদি পারেন, তা হলে আমাকে নজরানা দিন। আমি নিজে কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না যে, এই দিরহাম দুটো খরচ করবার সুযোগ আমি পাবো। হয়তো তার আগেই আমাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নবী-প্রেমিক হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)কে বললেন—'আপনারা দুজন অনেক তকলিফ করে আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। দেখা হয়ে গেছে। এখন আপনারা ফিরে যান। কিয়ামত খুব নজদিক। সেদিন আবার আমার সাথে আপনাদের দেখা হবে।'

এরপর হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) তাঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার আল্লাহ্‌র এবাদতে মগ্ন হলেন।

হযরত উমর (রাঃ) ও শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সাথে আর কথা বলবার সুযোগ হবে না। সুতরাং তাঁরা সেখান থেকে চলে এলেন।

www.pathagar.com

মদীনায় গমন

আল্লাহ ও রসুলের (সঃ) মুহব্বতের পাগল হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) একবার নবীজীর পাক-রওযা মুবারক যিয়ারত করবার জন্যে মদীনা শরীফ গিয়েছিলেন। মদীনার শ্রেষ্ঠ ও নামকরা সাহাবাগণ তখন ওয়ায়েস করণীকে (রঃ) জিগ্যেস করলেন—'আপনি হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পবিত্র রওযা মুবারক যিয়ারত করতে এসেছেন। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে তো একবারও তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে আসেন নি! এর কারণ কি?'

জবাবে হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) বললেন—'আমার বৃদ্ধা অচল অক্ষম ও অন্ধ মাকে ফেলে ইচ্ছে সত্ত্বেও আমি আসতে পারিনি।'

সাহাবাগণ বললেন—'আমাদের সবারই তো পিতামাতা ছিলেন; কিন্তু আমরা আমাদের পিতামাতার চেয়ে হযরতকে মনপ্রাণ দিয়ে বেশী ভালবাসতাম।'

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) বললেন—'আপনারা তো চিরদিন হযরত রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) দরবারেই ছিলেন, তাঁকে কাছ

www.pathagar.com

থেকে রোযই দেখেছেন। তাঁকে ভালো বাসতেন। আচ্ছা, বলুন দেখি, তাঁর চেহারা মুবারক কেমন ছিলো ?'

সাহাবাগণ সবাই রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) চেহারার কিছু কিছু বর্ণনা দিলেন। শুনে তিনি বললেন—'আপনারা যা বললেন, সে তো তাঁর বাইরের আকৃতির কথা। কিন্তু তাঁর বাতেনী আকৃতি প্রকৃতির কথা তো কিছু বললেন না ?'

সাহাবাগণ এর জবাব দিতে না পেরে বললেন—'হুযুর, বলুন, শুনি।'

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) তখন এমন ভাবে রসুলুল্লাহর আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা দিলেন যে, সাহাবাগণ কেউ তাঁর কোনো কথা অস্বীকার করতে পারলেন না। তাঁর বর্ণনা শুনে নতুন করে তাঁরা নবীজীকে দেখতে পেলেন। সবাই কেঁদে ফেললেন।

এরপর তিনি পবিত্র রওযা মুবারক যিয়ারত করতে গেলেন। রসুলুল্লাহ্‌র মুহব্বতে কাঁপতে কাঁপতে তিনি পবিত্র রওযার পাশে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হুঁশ ফিরলে যিয়ারত শেষ করে পাশের লোকজনদের বললেন—'দয়া করে আপনারা আমাকে

www.pathagar.com

ধরুন। মদীনার সীমার বাইরে রেখে আসুন। যে জায়গার মাটিতে রসুলুল্লাহ্‌র পবিত্র দেহ শুয়ে আছে, সেখানে পা রেখে আমি দাঁড়াতে পারছি না। বেয়াদবীর ভয়ে আমার সারা দেহ থর থর করে কাঁপছে।'

কি রকম আশেকে রসূল, একবার ভেবে দেখো! এ রকম ভালোবাসা নবীজীকে ক'জন দেখাতে পেরেছে? নবীজীকে ভালোবাসা মানেই আল্লাহ্‌কে ভালোবাসা। নবীজীর বন্ধু আল্লাহ্‌রও বন্ধু। তাই তো আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা না শুনে পারেন নি।

নবী প্রেমিকের ইন্তেকাল

হযরত ওয়ায়েস করণীর (রঃ) ইন্তেকালের স্থান ও কাল কেউই সঠিকভাবে অবগত নন। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন লোকের, বিভিন্ন মত রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌তাআলা হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ)কে লোকের দৃষ্টির বাইরে, অর্থাৎ তাঁর আসল পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে তাঁরই চেহারার মতো অবিকল

www.pathagar.com

আরও সাতজন দরবেশের চেহারা বানিয়ে দিয়েছিলেন। তার-পর তারা এক একজন এক এক দেশে চলে যান। এদের প্রত্যেককে দেখে লোকজন হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) বলে মনে করতো। তাঁরা বিভিন্ন দেশে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁদের কবর দেওয়া হয়।

শোনা যায়, সিফফিন ময়দানের পাশের গোরস্তানে একটি, আজার বাইজানে একটি, ইয়ামনের বিভিন্ন স্থানে চারটি ও কুফা নগরে দুটি—এই আটটি হযরত ওয়ায়েস করণীর (রঃ) মাযার বলে পরিচিত।

এই আটটি মাযারের মধ্যে কোন্‌টি যে নবী প্রেমিক হযরত ওয়ায়েস করণীর, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল।

তবে অধিকাংশ মাশায়েখ ও ঐতিহাসিকের মতে সিফফিনের লড়াইয়ে হিজরী ৩৭ সালের ৩রা রজব নবী প্রেমিক হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) শাহাদত বরণ করেন। এই সিফফিন ময়দানের পাশের গোরস্তানে তাঁর পবিত্র লাশ দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

হজরত ওয়ায়েস করণী

হযরত ওয়ায়েস করণী (রঃ) মানুষকে নেক পথে চলার জন্যে যে সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, এবার তাঁর কয়েকটি তোমাদের শুনিয়ে এ আশেকে রসুলের কাহিনী শেষ করছি। এগুলো মেনে চললে তোমরাও আল্লাহ্‌র নেকবান্দা হতে পারবে।

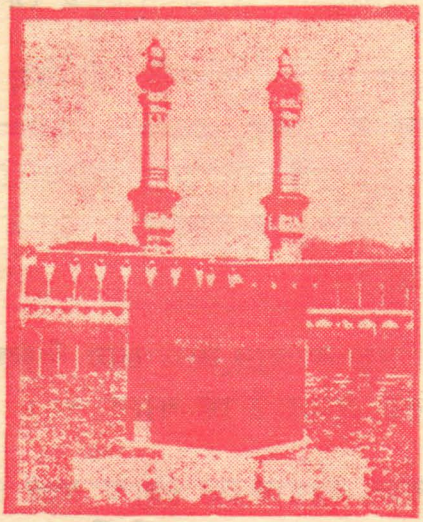

www.pathagar.com

হযরত ওয়ায়েস করণীর (রঃ)
কয়েকটি উপদেশ

০ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে (সঃ) চিনতে পেরেছে, তার কাছে দুনিয়ার কোনো কিছুই গোপন নেই ।

০ যে লোকের কাছে এই তিনটি জিনিস সবচেয়ে প্রিয়, দোযখ তার সব চেয়ে কাছে । এক—সবচেয়ে ভালো খাবার খাওয়া, দুই—সবচেয়ে ভালো জিনিস পরিধান করা এবং তিন—বড়লোকদের সাথে চলাফেরা ও ওঠাবসা করা ।

০ মনকে সব সময় আল্লাহ্‌তাআলার দিকে রাখবে, তাহলে শয়তান মনের মধ্যে ঠাঁই পাবে না ।

০ নিরিবিলি বসে আল্লাহ্‌কে ডেকে মনে যে শান্তি পাওয়া যায়, দুনিয়ার অন্য কোনো জিনিস মানুষের মনে সে রকম শান্তি দিতে পারে না।

www.pathagar.com

০ রোজ সকালে বিছানা থেকে উঠে মনে করবে যে, আজই আমার জীবনের শেষ দিন। তা হলে কোনো পাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

০ মানুষ শুধু তখনই আল্লাহ্‌র প্রিয় ও খাঁটি বান্দা হয়, যখন তার কোনো কাজ বা কথা আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধের বিপরীত হয় না।

০ আল্লাহ্‌কে চিনতে ও জানতে হলে আল্লাহ্‌র পথে কঠোর সাধনা করতে হয়।

০ মানুষ যতোক্ষণ দুনিয়াকে বাদ না দেবে, অর্থাৎ কর্তব্য কাজ ছাড়া অন্য কাজে মশগুল থাকবে, ততোক্ষণ তার জন্যে আল্লাহ প্রেমিক ও পরহেজগার হওয়া সম্ভব নয়।

০ আল্লাহ দুনিয়ার প্রত্যেকের রিযিকদাতা, তাঁর প্রতি যার বিশ্বাস ও ভরসা নেই, সে কী করে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাওয়ার আশা রাখে ?

০ মনে রেখো, দুনিয়ায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে। তোমাকেও একদিন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। মৃত্যু অবধারিত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com